ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৭.৪.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

0- 069

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৯১

এইচ এস সি পরীক্ষা

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৮৯,৩৮৭ জন। গত বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা ৩৭,২৮৫ জন বেশী। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সারাদেশে ৪৪৫টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহাছাড়া বিদেশে আছে ৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পরীক্ষার সাফল্য বা ব্যর্থতার দ্বারাই নির্ধারিত হয় একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনের পরিকল্পনা। তাহার আগামী জীবনের প্রতিষ্ঠার বীজ ইহার উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু এই পরীক্ষ্য যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ততখানি গুরুত্ব কি এই পরীক্ষা পায়? এক সময় পরীক্ষার নামে যে ভয় যে উত্তেজনা বিরাজ করিত এখন যেন উহার কিছুমাত্র নাই। পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ার বাহিরেও অন্যান্য পন্থা অবলম্বনের প্রবণতা যেন এখন একটু বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে, সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশে যে অস্থিরচিত্ততা বিরাজ করিতেছে উহা ছাত্রসমাজের ভিতরকার একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে অনেকখানি এলোমেলো করিয়া দিয়াছে। তদুপরি শিক্ষা পদ্ধতিও এ ব্যাপারে অনেকখানি ভূমিকা রাখিয়াছে। সারা বৎসরের পাঠ একদিনে আসিয়া পরীক্ষার খাতায় উগড়াইয়া দেওয়ার যে নিয়ম বহাল রহিয়াছে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সহিত উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ফলে প্রতিযোগিতাটি কেবল পরীক্ষায় পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় উহা অর্জিত হইতেছে না। প্রতিটি পরীক্ষার সময়েই আমরা নকল প্রবণতার উপর আলোকপাত করি, কথা বলি, লেখালেখি করি। কিন্তু এই প্রবণতার উৎপত্তিস্থলটি কি ইহা লইয়া কখনও ভাবি না। অথচ আমাদের ভাবনার মৌলিক দিকটা নিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল এইদিকেই। পরীক্ষায় নকল হয় কেন? কারণ ক্ষমতার রাজনীতির প্রভাব ছাত্রদের একটা অংশের উপর প্রতিফলিত হয় এবং শিক্ষকদের একাংশও ইহার শিকার হইয়া পড়েন। ইহার ফলে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি শক্তিমত্তার জোরে খুঁটি গাড়িয়া বসে। ভয় ভীতি আশঙ্কা অনিশ্চয়তা ইত্যাদিও এই প্রবণতাকে বাড়াইয়া তোলে। আমাদের মত দেশে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ঘটিতেছে উহার ফলেই এই ধরনের প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ বছর এইচ, এস-সি পরীক্ষায় জড়িত রহিয়াছে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন। প্রতিটি মহলেরই উচিত এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা। আগামীকাল (শনিবার) শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষ হইতে দেশব্যাপী সারারণ ধর্মঘট আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গটি নূতন করিয়া ভাবিবার অবকাশ রহিয়াছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনে যাইবার অধিকার অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু ঐদিন সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইলে উহার ফলে পরীক্ষার্থীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে এ ব্যাপারটিও পাশাপাশি ভাবিয়া দেখা দরকার। ভাবিয়া দেখা দরকার সেইসব গরীব ছাত্র-ছাত্রীর কথা অনেক কষ্টে যাহারা এই পরীক্ষায় অংশ লইতেছে। তাই আমরা মনে করি কোন অনভিপ্রেত ঘটনার যাহাতে উদ্ভব না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ খেয়াল রাখিবেন এবং পরীক্ষার্থীরাও যাহাতে কোনরকম মানসিক বা দৈহিক ক্লেশের সম্মুখীন না হয় ইহার প্রতিও যত্নবান হইবেন।